ইচ্ছেঘুড়ি

ইচ্ছেঘুড়ি

হারুন রশীদ

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪২৭ জানুয়ারি ২০২১
প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০
বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
১৪২, হৃষিকেশ দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯৭১৬৬৪৯৭০
বানান সমন্বয়ক : রফিক জীবন
মোবাইল : ০১৯১২১৯৮০২৩
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ
মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ১৫০.০০ টাকা

Iccheghuri by **Haroon Rashid**
Published by Md. Afzal Hossain
Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com
First Published : January 2021
Price : 150.00
US $ 05
ISBN 978 984 95130 3 2

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
https://othoba.com ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
http://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭
http://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪
http://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে

০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

উৎসর্গ

নিকিতা নন্দিনী
আমার কন্যা

সবুজ বনানী, নদনদী, শাপলা-শালুক, হিজল-তমাল, ফুল-ফল, দিগন্তজোড়া ফসলের খেত আর ধান-শালিকের দেশ বাংলাদেশ। ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংগ্রাম এবং আন্দোলনের গৌরবে সমৃদ্ধ জনপদের নাম বাংলাদেশ। কবি ও কবিতার দেশ বাংলাদেশ।

জিহ্বায় উচ্চারিত প্রতিটি সত্য শব্দ কবিতা। হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত প্রতিটি শুদ্ধ ভাবনা কবিতা। বাঙালির প্রেম, ভালোবাসা, মায়া, মমতা, দ্রোহ, দাহ এবং স্বপ্ন প্রকাশের মাধ্যম কবিতা।

কবিতার বাংলাদেশে প্রতিটি বাঙালিই কবি। সেই সূত্রে কবি আমিও। বাঙালির সহজাত কবিসত্তা থেকে লেখা আমার কিছু কবিতা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়া সন্দেহাতীতভাবে একটি বিস্ময়কর ঘটনা।

—হারুন রশীদ

সূচিপত্র

ভালো লাগে না ১১
এখানে এ বেলা ১২
বড়ো মনে পড়ে ১৪
দুঃখগুলো ১৬
গার্মেন্টস-এর মেয়ে ১৭
পিতার স্পর্শে ধন্য ১৮
চক্রব্যূহে অভিমন্যু ২১
বিচারের জন্য সমবেত আমরা ২৩
খার্তুমের মানুষেরা ২৭
পিতৃহত্যার বিচার ৩০
তিরিশ বছর পর ৩৩
মালালার স্কুল ৩৬
রূপ কানোয়ার থেকে দামিনী ৩৮
চিন্তিত কতিপয় বিদগ্ধ মানুষ ৪১
স্বপ্নপথিক ৪৪
চারটা একত্রিশ ৪৬
বোধ ৪৮
একেই বলে প্রেম ৪৯
৫০ আহা বাছা আইলান!
৫২ সংবর্ধিত কেউ কেউ এরকম
৫৪ পুরোনো রেসিপির সন্ধানে
৫৬ আঃ জন্মদিন!
৫৮ নিজেকে প্রশ্ন করে দেখো না
৫৯ প্রিয় বাংলাদেশ
৬০ অজয় অমর তুমি
৬১ রাসেল
৬৩ শংসাবচন
৬৬ অপমান বারবার
৬৯ তোমাকে যদি না দেখি একদিন
৭০ করোনাকালের প্রশ্ন
৭১ মানব-ভাইরাস
৭২ হারানো নববর্ষ ১৪২৭
৭৩ ফিরে দেখা ২০২০
৭৫ উপলব্ধি
৭৬ শ্বাস নিতে দাও
৭৯ পথের ছেলে
৮০ ইচ্ছেঘুড়ি

ভালো লাগে না

(হারিয়ে যাওয়া কবি শীলাজ ইসলামকে উৎসর্গীকৃত)

ভালো লাগে না রোজ বিকেলে
বারান্দাতে দাঁড়িয়ে থাকা
ভালো লাগে না শীত-সকালে
মিষ্টিমধুর রৌদ্রমাখা।

ভালো লাগে না ভাদর-রাতে
ঝিলের জলে জোছনা দেখা
ভালো লাগে না সাঁঝবেলাতে
রাগ পূরবী গাইতে শেখা।

ভালো লাগে না পলাশ-শিমুল
চৈত্রদিনের খাঁখাঁ দুপুর
ঝুমুর ঝুমুর শব্দ তোলা
জড়িয়ে পায়ে রূপার নূপুর।

ভালো লাগে না বনবাদাড়ে
জারুল, বকুল, কদম, কেয়া
ভালো লাগে না ডুবসাঁতারে
নীলিমাকে লজ্জা দেওয়া।

ভালো লাগে না বাক্সবন্দি
বিত্ত-বেসাত অঢেল টাকা
ভালো লাগে না প্রেম-অপ্রেম
ন্যায়বিচারে তুষ্ট থাকা।

ভালো লাগে না ভালো না-লাগার বিমল বাতাস
অন্যরকম অন্যকিছু মুক্ত আকাশ।
চিত্তমাঝে সুখের ঝাঁপি কেমনে রাখা?
লোকসমাজে একলা ভালো যায় কি থাকা?

ধানবান্ধি, সিরাজগঞ্জ
১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮

এখানে এ বেলা

সজীব, তুমি অনন্তকে বলে দিয়ো
এ বৈশাখ সে বৈশাখ নয়।
কাজরি, তুমি সন্ধ্যাকে বলে দিয়ো
এখন দুঃসময়।

রিনিঝিনি, তুমি নূপুরকে বলে দিয়ো
এ বর্ষা সে বর্ষা নয়।
বৃষ্টির এ শব্দ নয় নূপুরের নিক্কণ
কিংবা কুমারীচুড়ির রিমঝিম শব্দ।
অবিশ্রান্ত বাদলের এ ধারা যেন
আমার মায়ের নীরবে গুমরে কাঁদা।

ভেজা মাঠ, তুমি দখিনাকে বলে দিয়ো
এ শরৎ সে শরৎ নয়।
এ শরতে আমার বাবার মতো
স্বস্তির হাসি হাসতে পারি না আমি—
কারণ, সামনে তাকিয়ে পাই না কোনো
অঘ্রানী ধানের সুবাস।

নবান্ন, তুমি নীলাম্বরীকে বলে দিয়ো
হেমন্ত আমার আসেনি ঘরে।
এ হেমন্তে আসে না পাকা ধান
আমার মনের ঘরে—
আসে শুধু পাঁজাপাঁজা দুঃখ ও নীরবতা
নিঃসঙ্গ জীবনে।

বর্তমান, তুমি মহাকালকে বলে দিয়ো
এ শীতের রাতে বাজে না সময়ের ঘণ্টা।
উষ্ণতাবিহীন এ রুদ্ধ ঘরে
শুধু পৃথিবীর কান্না শুনে
কাটে কি প্রহর?

পলাশ, তুমি শিমুলকে বলে দিয়ো
এ ফাগুন সে ফাগুন নয়।
এ বসন্তেও জীবন তবুও
শীতের উলঙ্গ ইউক্যালিপটাস—
আগামী বসন্তের আশায় বসে থাকা
কুণ্ঠিত কোকিলের মতো।

এখানে এ বেলা যেন
যন্ত্রণার জ্বলন্ত জঠর
চৈত্রের বিষণ্ন দুপুরে পড়ে থাকা
ফাঁকা মাঠ, নির্জন প্রহর।

তবুও প্রতীক্ষা করি নতুন ভোরের
ভরা জোছনায় ভেজা মায়াবী রাতের।

ভাটিয়ারি, চট্টগ্রাম
২৩শে মার্চ ১৯৮১

বড়ো মনে পড়ে
(কাজিপুর-যুদ্ধে শহিদ মুক্তিযোদ্ধা চান মিয়া স্মরণে)

নদী দেখলে, দেখলে নৌকোর পাল
দুপাড়ের শস্যখেত, বসতবাটী
কাশবনে সূর্যের ঝিলিক, জোছনার মায়া
দেখলে নদীর সাথে সমান্তরাল পথ
মনে পড়ে তাকে।

বর্ষায় ভরা নদীর ঘোলাজল দেখলে
দানবের তাণ্ডবসম অশান্ত ঢেউ
রংবেরঙের পাল তোলা নৌকা
দেখলে বাউকুড়ানি ঝড়
বড়ো মনে পড়ে সে-ই তাকে
যে ছিল মাটি ও নদীর সন্তান।
বহতা নদীর বিচিত্র ধারার মতো
বেড়ে উঠেছিল সে প্রকৃতির সাথে।
বালুচরে বুনেছিল ফসলের বীজ
ঘোলাজলে করেছিল জীবনের সন্ধান।
দানবের উন্মত্ততা আর
সরীসৃপের হিংস্র ছোবলকে
নির্জীব, নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছিল
ভাদরচাঁদের মায়াবী জোছনায়।

একদা সেই ধূসর মাটির সন্তান
নিজেই জ্বলে উঠল, ফুঁসে উঠল
অসময়ের বন্যা-প্লাবন আর
বালুচরের তীব্র ঘূর্ণিঝড়ের মতো।
নদীর ফেনিল প্রবাহ
দুপাড় বিস্তৃত ফসলের খেত

ঘোলাজল আর বালুমাটিকে বাঁচাতে
গড়ে তুলল সুকঠিন প্রতিরোধ।
শ্বাপদের হিংস্র নখরকে
ভোঁতা করে দিলো
ধ্বংসের তাণ্ডব আর উন্মত্ততাকে
নির্জীব করে দিলো।
তার মুহুর্মুহু আক্রমণে
সন্ত্রস্ত হলো ধ্বংসদানব।
ক্ষতবিক্ষত হলো দানবের দেহ
এবং রাহুমুক্ত হলো বালুচর।

যুদ্ধের শেষলগ্নে সাদা বালুচর
লাল হলো তার রক্তে
ঝাউবনের মাঝখানে
রচিত হলো তার শেষ শয্যা।

বালুচরের রুপালি কাশফুল
শরতের সাদা বক আর
দূর আকাশের মেঘেদের দেখলে
মনে পড়ে যায় সে-ই তাকে।

আজও তাকে খুঁজে ফিরি রুপালি বালুচরে
যমুনার উন্মাতাল জলরাশিতে।

** শহিদ চান মিয়া ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে সিরাজগঞ্জের কাজিপুরে সম্মুখ-যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন।*

কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ
সেপ্টেম্বর ১৯৮৮

দুঃখগুলো

দুঃখগুলো ধূপের মতো
আরতিতে পুড়ছে শুধু
ভক্তি এবং সুবাস ছাড়া।

গানের কথা বিলাপ কেবল—
ধু-ধু চরে একলা চলা
দিক হারানো পথিক যেমন।

দুখভাবনার বহ্নিজ্বালা—
সঙ্গীবিহীন হারিয়ে যাওয়া
ভয়ে বিহ্বল হরিণছানা।

দুঃখের কথা যায় না বলা
দূষণবায়ু প্রবল যখন
খরদাহে তপ্ত হাওয়া।

বিজন বনে নীরব কথা
সূক্ষ্ম ব্যথায় গুমরে মরে
কিষান যেমন কাঁদে বিরান খেতে—
বেড়ে ওঠা আগাছাগুলো
সময় নিয়ে উপড়ে ফেলা
ফসল বোনা নতুন চষা মাঠে।

মনবাগানে ফুল ফোটে না
বাগান তবু ধৈর্য ধরে—
দুঃখের স্মৃতি সুখ হয়ে যায়
দুঃখ তাড়ানো সুখ-সময়ে।

কারবালা, যশোর

১৬ই মে ১৯৯০